(vii) "রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি তুয়া ...বে তরু দেই কোর।"
(কৃষ্ণ রাধা ভেবে তরুকে আলিঙ্গন করছেন)—গোবিন্দদাস।

(viii) "চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস
চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস ?"—কৃত্তিবাস।

—রামচন্দ্রের সন্দেহ এখানে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হওয়ার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করে নাই। সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমান্ হয়। **এখানে সীতার সঙ্গে শশিকলার সাদৃশ্য রাহুর ভ্রমের কারণ হওয়াতেই অলঙ্কার হয়েছে,** বক্তা রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই—ভ্রম রাহুর, রামের নয়। বাস্তব ভ্রান্তিতে (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম) অলঙ্কার হয় না একথা গোড়াতেই বলেছি। উদ্যোতকারের মতে—"**মর্ম্মপ্রহারকৃতচিত্তবিক্ষেপবিরহাদি-কৃতোন্মাদাদিজন্য**-ভ্রান্তেশ্চ নালঙ্কারত্বম্। সা চ কবিপ্রতিভানির্ম্মিতা এব। তেন রঙ্গে রজতম্ ইতি বুদ্ধেঃ ন অলঙ্কারত্বম্"। "**ন চ অসাদৃশ্যমূলা ভ্রান্তিঃ অয়ম্ অলঙ্কারঃ**" (অর্থ সহজেই বোঝা যায় ব'লে অনুবাদ করলাম না)। বিশ্বনাথ বলেছেন, "সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গে সৈবা তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে" (মিলন এবং বিরহের মধ্যে বিরহই ভালো; মিলনে সে অর্থাৎ প্রিয়া সে-ই থাকে এবং একই থাকে, কিন্তু বিরহে ত্রিভুবনই তন্ময় অর্থাৎ প্রিয়াময় হ'য়ে যায়) এতে অলঙ্কার হয় নাই; কারণ সাদৃশ্যের অভাব। আমি এটির ব্যাখ্যা না ক'রে এরই ভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তারই বিচারে বোঝাচ্ছি কেন তাতে অলঙ্কার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই; বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।"

এখানে, প্রথমতঃ সাদৃশ্যের কথাই নাই এবং দ্বিতীয়তঃ বিরহী নায়কের বিশ্বময় ব্যাপ্তরূপে প্রিয়াকে দেখারূপ যে ভ্রান্তি তা উদ্যোতকারের মতে বিরহাদিকৃত উন্মাদের ফল এবং তর্কবাগীশ-মতে (সাহিত্যদর্পণের টীকাকার) "ভাবনাতিশয়-জন্যা ভ্রান্তিঃ" অতএব **নায়মলঙ্কারঃ**। জয়দেবের "মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা মধুরিপুরহমিতি-ভাবনশীলা" অথবা বিদ্যাপতির এরই অনুসরণে "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই" এইজাতীয় অর্থাৎ ন অত্র অলঙ্কারঃ।

৭। অপহ্নুতি

প্রকৃত (উপমেয়)-কে অপহ্নব (নিষেধ, অস্বীকার) ক'রে যদি অপ্রকৃত (উপমান)-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহ'লে **অপহ্নুতি** অলঙ্কার হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অপহ্নুতিতে উপমেয়কে প্রতিষেধ ক'রে উপমানকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করা হয়।

রূপকের সঙ্গে অপহ্নুতির পার্থক্যটুকু মনে রাখতে হবে। রূপকে উপমান উপমেয়কে বজায় রেখে আপন রূপে তাকে রূপায়িত ক'রে তোলে ব'লে উপমেয় অতীব গৌণ হ'য়ে যায়। এতে **উপমেয় রূপ্য অর্থাৎ উপমানকর্তৃক বর্ণায়িত হওয়ার যোগ্য** এবং **উপমান প্রকৃতপক্ষে রূপক অর্থাৎ রূপকার।** উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কাল্পনিক অভেদ। **অপহ্নুতিতেও** অভেদ কাল্পনিক কিন্তু রূপকের তুলনায় এতে অভেদের মাত্রা অনেক বেশী, কারণ উপমেয়কে অস্বীকার করার অর্থ ভেদটাকে অসম্ভব ক'রে তোলার প্রয়াস। ('অতিশয়োক্তি'-র 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।)

অপহ্নুতিতে উপমেয়কে নিষেধ বা অস্বীকার করা হয় দুইভাবে :

(ক) না, নয়, নহে ইত্যাদি নিষেধাত্মক অব্যয়-প্রয়োগে, (খ) ছল, ব্যাজ, ছদ্ম, ছলনা ইত্যাদি সত্য-গোপনবাচক শব্দ-প্রয়োগে। **প্রথম পন্থায় উপমান উপমেয় বিভিন্ন বাক্যে থাকে, দ্বিতীয়টিতে থাকে এক বাক্যে।**

এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি আমাদের বাঙলা সাহিত্যে প্রথম পন্থার অপহ্নুতিই বেশী পাওয়া যায়। দুরকমের দুটি উদাহরণ দিয়ে অপহ্নুতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করছি :

(ক) (i) 'ও **নহে** গগন, সুনীল সিন্ধু,
তারার পুঞ্জ **নহে** ও, ফেনার রাশি।'—শ. চ.

—উপমেয় গগন, তাবার পুঞ্জকে প্রতিষেধ ক'রে উপমান সিন্ধু, ফেনার রাশিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (এ প্রতিষ্ঠা কিন্তু উপমেয় উপমানের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে।) উপমেয় উপমান প্রত্যেকে পূর্ণ বাক্য (ও তারার পুঞ্জ নহে ; ও ফেনার রাশি)।

(খ) (i) 'ফিরে আসে রাম নয়নাভিরাম রজনী হাসিছে **জ্যোছনাছলে**।'
—শ. চ.

—রজনী জ্যোৎস্নাময়ী এই ছ'ল আসল ব্যাপার। কিন্তু কবি বলেছেন—ও

জ্যোৎস্না নয়, হাসি (জ্যোৎস্না একটা ছলমাত্র—a camouflage)। লক্ষণীয় যে উপমেয় উপমান এক বাক্যে।

প্রথম শ্রেণীর অপহ্নুতির বৈচিত্র্য বেশী। এর উদাহরণ পরে দিচ্ছি। আগে

(খ) **'ছল' ইত্যাদিযোগে অপহ্নুতি :**

(ii) "ষড়্‌ঋতুছলে ষড়রিপু খেলে
কাম হ'তে মাৎসর্য্য।"—যতীন্দ্রনাথ।

(iii) "বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা।"—মধুসূদন।

(iv) "দেবতা আশিস্ ছলে বরষে শিশির।"—অক্ষয় বড়াল।

এইজাতীয় অপহ্নুতিকে পীযূষবর্ষ জয়দেব তাঁর 'চন্দ্রালোক' গ্রন্থে '**কৈতব**' **অপহ্নুতি** বলেছেন।

এইবার **প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ :**

(ক) নয়, নহে ইত্যাদিযোগে অপহ্নুতি :

(ii) "পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।"—কবিশেখর।

(iii) "দুলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অযুত আলোকবিম্ব—নহে খদ্যোতিকা।"—মোহিতলাল।

(iv) "দীপালি ও নয়, দীপের মালায় দাঁড়ায়েছে উর্ব্বশী,
তাহারি দেহের বিদ্যুৎবিভা দিকে দিকে পড়ে খসি।"
—হেমেন্দ্রলাল।

(v) "অস্ত তো নয়, অস্তগিরির শিরে রবির বিয়ে
চেলিপরা সন্ধ্যাসাথে সিঁদুর ও ফাগ দিয়ে।"—প্যারীমোহন।

(vi) "ও কি ও—ঝিল্লী? না, না, ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে"
—কালিদাস।

(vii) "চোখে চোখে কথা নয় গো, বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা।"
—অন্নদাশঙ্কর।

(viii) "তারাই আজি নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হ'য়ে অন্নহারা;
দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা!"
—নজরুল ইস্‌লাম।

(ix) "হাসি যে রঙীন ধূলা; **অশ্রু নয়, অভ্র** সে কঠিন।"
—মোহিতলাল।

(x) 'শোভিল বীরের করে ও নহে কৃপাণ,
ভুজঙ্গিনী হরি লয় অরাতির প্রাণ।'—শ. চ.

(xi) "নীরবিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশুনিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু।" —মধুসূদন।

—সোমের প্রতি তারার উক্তি। 'নয়' কথাটি উহ্য থাকায় অপহ্নুতি এখানে **গূঢ়**।

(xii) "বিভূতি।—এ ত স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।
ধনঞ্জয়।—নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।"
—রবীন্দ্রনাথ (মুক্তধারা)।

(xiii) "গৌরীর বদনশোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চাঁদ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা "—কবিকঙ্কণ।

—চাঁদে ও কলঙ্ক নয়, ম্লানতা (লজ্জা ও দুঃখের ফলে মালিন্যের কালিমা)। নেতিবাচক শব্দের প্রয়োগ না থাকায় এটিকে **গূঢ় অপহ্নুতি** বলা যায়, যেহেতু 'নয়' অর্থটি ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাচ্ছে। মতান্তরে অলঙ্কার এখানে **সাপহ্নব অতিশয়োক্তি**।

(xiv) "ফাগবিন্দু দেখি সিন্দুরবিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ॥"—চণ্ডীদাস।

—**গূঢ় অপহ্নুতির** এটিও চমৎকার উদাহরণ। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকুঞ্জে রাত্রিযাপন ক'রে প্রভাতে রাধা-কুঞ্জে এলে রাধা কৃষ্ণ-অঙ্গে ভোগচিহ্ন দেখে যে অনুযোগ করেছিলেন, কৃষ্ণ তারই উত্তর দিচ্ছেন ; আমার অঙ্গে এ চন্দ্রাবলীর সিঁদুরের দাগ নয়, ফাগবিন্দু ; চন্দ্রার কাঁকণের দাগ নয়, তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসতে পথে কাঁটায় গা ছিঁড়ে গেছে, তারই দাগ। সিন্দুরবিন্দু এবং কঙ্কণদাগই এখানে প্রকৃত। এদের অস্বীকার ক'রে অপ্রকৃত ফাগবিন্দুর এবং কণ্টকের স্থাপনা হয়েছে।

আর একরকম অপহ্নুতির উদাহরণ দিচ্ছি জয়দেব তাঁর 'চন্দ্রালোক'-এ যার নাম দিয়েছেন **ছেকাপহ্নুতি** ঃ

(xv) 'লুটায়ে চরণে মোর স্তবনগুঞ্জনে অনিবার
ভুলাতে সে চাহে মোরে—দেখি নাই হেন চাটুকার!
কে সে সখী? কান্ত তব? না, না, সখী, নূপুর আমার।'—শ. চ.

(i) 'অনুক্ষণ চেয়ে রই, বন্ধু, তব ওই মুখপানে।
সূর্য্য হ'তে সূর্য্যমুখী কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'—শ. চ.

'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'—কখনো চোখ ফিরিয়ে আনে না—দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ রাখে=অনুক্ষণ চেয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ ধর্ম্ম **একই**, **ভিন্ন** শুধু তার **প্রকাশরূপ** অর্থাৎ উপমেয়বাক্যের 'অনুক্ষণ চেয়ে রই' কথাটারই ভঙ্গীময় রূপান্তর 'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'

এইবার ফিরে আসা যাক **অব্যয়ীভাব সমাসে—বস্তুতে বস্তুতে প্রতিবস্তু**।

'বস্তু' মানে **বাক্য**।

আমাদের প্রতিবস্তূপমার উদাহরণটিতে এইমাত্র কি দেখে এলাম? দেখে এলাম যে **সাধারণ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ** প্রকৃতবাক্যেও রয়েছে, অপ্রকৃতবাক্যেও রয়েছে অর্থাৎ **বাক্যে বাক্যে** রয়েছে অর্থাৎ **বস্তুতে বস্তুতে** রয়েছে অর্থাৎ **প্রতিবস্তুতে** রয়েছে, ফলে সৃষ্ট হয়েছে **উপমা** (সাম্য)-দ্যোতক অলঙ্কার। সহজেই অলঙ্কারের নাম হয়েছে 'প্রতিবস্তু+উপমা'=**প্রতিবস্তূপমা**।

এখন তাহ'লে **অব্যয়ীভাবসমাসদৃষ্টিতে** এইভাবে নির্ম্মাণ করতে পারি **প্রতিবস্তূপমার সংজ্ঞা**:

বস্তুতে বস্তুতে অর্থাৎ প্রতিবস্তুতে একই সাধারণ ধর্ম্ম বিভিন্ন ভাষাভঙ্গীতে নির্দ্দেশিত থেকে যদি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে উপমার অর্থাৎ সাম্যের দ্যোতনা করে, তাহ'লে অলঙ্কার হয় **প্রতিবস্তূপমা**।

('বস্তু'—বাক্যার্থ, সংক্ষেপে বাক্য।)

প্রতিবস্তু:

(খ) **অন্যদৃষ্টিতে**—

বর্ত্তমান আলোচনায় **বস্তু=বাক্যাংশ** (পদ বা পদগুচ্ছ)। এ দৃষ্টিতে আমাদের **'অনুক্ষণ চেয়ে রই'** হ'ল **বস্তু** এবং **'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'** হ'ল **প্রতিবস্তু**; **দুটিই পদগুচ্ছরূপী**। আবার,

(ii) 'সৌন্দর্য্য তোমার মতো **বিরল** ধরায়।
বৎসরে **কয়টি** রাত্রি লভে পূর্ণিমায়?'—শ. চ.

উদাহরণটিতে **'বিরল'** আর **'কয়টি'** পদরূপী বস্তু প্রতিবস্তু। এইভাবের বিচারে